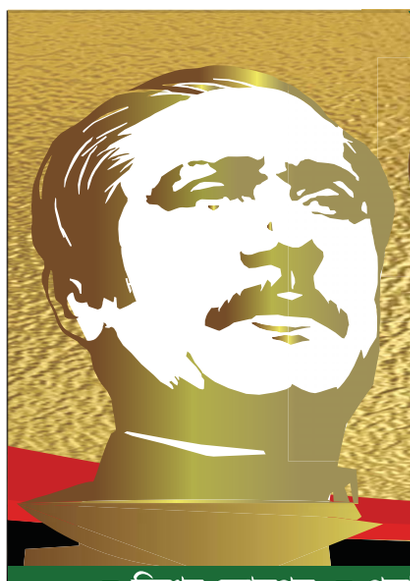

জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস ২০২৪

‘বৈশ্বিক সংকটের আবহে জনসেবায় উদ্ভাবন চর্চা’

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

❑ বিশেষ ক্রোড়পত্র ❑ প্রকাশনায় : জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

৩১ জুলাই ২০২৪ ॥ ১৬ শ্রাবণ ১৪৩১

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

বাণী

০৮ শ্রাবণ ১৪৩১
২৩ জুলাই ২০২৪

‘জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস, ২০২৪’ উপলক্ষ্যে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত সকল কর্মচারীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও উষ্ণ অভিনন্দন।

সরকারের নীতি-কৌশল প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নসহ রাষ্ট্রের সার্বিক কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে একটি দক্ষ, গতিশীল ও জবাবদিহিমূলক জনপ্রশাসনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জনগণের সেবক হিসেবে কাজ করা সরকারি কর্মচারীদের সাংবিধানিক দায়িত্ব। নাগরিক সেবা সহজ, সুলভ, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করার মাধ্যমে একটি দুর্নীতিমুক্ত জনপ্রশাসন গড়তে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের আরও বেশি জনবান্ধব ও আন্তরিক হতে হবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ, দেশপ্রেম, রাষ্ট্রচিন্তা ও মানবিক মূল্যবোধ আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস। আমি আশা করি, বঙ্গবন্ধুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে জনপ্রশাসনের সকল কর্মবিভাগে নিযুক্ত কর্মচারীগণ সৃজনশীলতা, উদ্ভাবনী প্রয়াস, সেবা সহজীকরণ ও গঠনমূলক কার্যক্রমে উৎসাহিত হবেন। সরকারি কর্মচারীদের অনুপ্রাণিত করতে এবং সরকারের উন্নয়ন-অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে ‘বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক’ প্রদান একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ বলে আমি মনে করি। এ বছর উদ্ভাবনী কর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ জনপ্রশাসন পদকপ্রাপ্ত সকলকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের মহাসড়কে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত পদ্মা সেতু, কর্ণফুলী টানেল ও মেট্রোরেলের ন্যায় মেগা প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে আর্থসামাজিক ও বিনিয়োগধর্মী নানামুখী প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম গ্রহণের ফলে বিশ্বে চলমান যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অস্থিতিশীল অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতেও বাংলাদেশের অর্থনীতি স্থিতিশীল আছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও সুচিন্তিত নেতৃত্বের ফসল ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’-এর সুফল আজ সর্বত্র দৃশ্যমান।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণ এবং ২১০০ সালের মধ্যে বদ্বীপ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এ সকল পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নে সরকারি কর্মচারীগণকে সততা, দক্ষতা, নিষ্ঠা ও সেবা প্রদানের মানসিকতা নিয়ে কাজ করতে হবে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে এর সম্ভাবনাসমূহ জনগণের কল্যাণে কাজে লাগাতে জনপ্রশাসনের কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নে গুরুত্ব দিতে হবে। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীগণ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সরকারের সকল উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের ‘সোনার বাংলা’ এবং উন্নত, সমৃদ্ধ ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ বিনির্মাণে কার্যকর ভূমিকা পালন করবেন—এটাই সকলের প্রত্যাশা।

আমি ‘জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস, ২০২৪’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

মন্ত্রী
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস, ২০২৪ উপলক্ষ্যে দক্ষতা ও উদ্ভাবনী কর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ জনপ্রশাসন পদক প্রদান করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

জনপ্রশাসনে মেধা, মননশীলতা, সৃজনশীল কর্ম ও উদ্ভাবনী প্রয়াসকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে কর্মস্পৃহা ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ‘বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক’ প্রবর্তন করেন। সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছেন সরকারি কর্মচারীবৃন্দ। জনসাধারণকে সেবাদানের সক্ষমতা বৃদ্ধি, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও কর্মচারীদের মধ্যে কর্মোদ্দীপনা সৃষ্টিতে এ পদক প্রদানের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। সরকারি কর্মচারীদের কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ‘বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক’ দেশের উন্নয়নে নিবেদিত গণকর্মচারীদের আরও অনুপ্রাণিত করবে বলে আমি প্রত্যাশা করি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ গড়ার লক্ষ্যে আমরা কাজ করে চলেছি। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ে কর্মরতদের উদ্ভাবনী ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ড এই লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আমি আশা করছি, আপনারা রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি স্মার্ট ও আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও দেশপ্রেম বুকে ধারণ করে কাজ করবেন।

এ বছর যাঁরা পদক পেয়েছেন তাঁদেরকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস উদ্‌যাপন ও বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক, ২০২৪ প্রদান কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। আমি এ আয়োজনের সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ফরহাদ হোসেন, এমপি

মন্ত্রিপরিষদ সচিব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক ও জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস, ২০২৪ উপলক্ষ্যে প্রজাতন্ত্রের সকল কর্মবিভাগে কর্মরতদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। সরকারি কর্মচারীদের সৃজনশীল, উদ্ভাবনী, নাগরিককেন্দ্রিক ও টেকসই কার্যক্রমের স্বীকৃতিস্বরূপ ‘বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক, ২০২৪’ প্রাপ্তদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের ‘সোনার বাংলা’ রূপায়ণে সরকারি কর্মচারীরা অঙ্গীকারবদ্ধ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে সরকারি কর্মচারীগণ একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছেন। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, এলডিসি হতে উত্তরণ-পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা, ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ গড়তে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীগণ দৃঢ় প্রত্যয়ী।

বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক, যা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে নামকরণ করা হয়েছে, জনপ্রশাসনের উৎকর্ষের প্রতীক ও অনন্য মর্যাদার স্মারক। এ পদক জাতির পিতার নির্দেশনা অনুযায়ী সবকিছুর উর্ধ্বে জাতীয় স্বার্থকে স্থান দিয়ে জনগণের সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করতে উৎসাহিত করে। তাই সকলে স্বদেশের কল্যাণে নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, দেশপ্রেম ও সততার সঙ্গে কাজ করে নাগরিককেন্দ্রিক স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক, জনকল্যাণমুখী, দক্ষ ও স্মার্ট প্রশাসন গড়ে তোলার কর্মযজ্ঞে নিয়োজিত হবেন, এ প্রত্যাশা করি।

‘বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক, ২০২৪’ প্রদান উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ মাহবুব হোসেন

সিনিয়র সচিব
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সরকারি নীতি ও পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নে দক্ষ, সেবাধর্মী ও ন্যায়পরায়ণ সরকারি কর্মচারীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রজাতন্ত্রের সকল কর্মচারীকে ‘জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস, ২০২৪’ উপলক্ষ্যে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। একইসঙ্গে জনসেবা ও দেশের উন্নয়ন অগ্রগতিতে অনন্য অবদান রাখায় যেসকল ব্যক্তি, দল ও প্রতিষ্ঠান ‘বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক, ২০২৪’ প্রাপ্তির জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হয়েছেন তাঁদের জানাই উষ্ণ অভিনন্দন।

সরকারি কর্মচারীগণ তাঁদের মেধা, প্রজ্ঞা ও উদ্ভাবনী উদ্যোগের মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও জনগণের জন্য মানসম্মত সরকারি সেবা নিশ্চিত করতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। দক্ষ ও জনবান্ধব জনপ্রশাসন গড়ে তোলার প্রক্রিয়ায় সরকারি কর্মচারীদের অনুপ্রাণিত করতে প্রতিবছর বাছাইকৃত ব্যক্তি, দল ও প্রতিষ্ঠানকে ‘বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক’ প্রদান করা হয়। এ পদক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কর্মচারীদের কর্মস্পৃহা ও পেশাদারিত্ব বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণ ও রাষ্ট্রের সার্বিক কল্যাণ সাধন ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে আরও বেশি উৎসাহী ও মনোযোগী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন-দর্শন বাস্তবায়নের কোনো বিকল্প নেই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং সরকারি কর্মচারীদের একাগ্র প্রচেষ্টায় আমরা ইতোমধ্যে পদ্মাসেতু, মেট্রোরেল, পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মেগা প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে সমর্থ হয়েছি। এছাড়া, ধারাবাহিক কাঙ্ক্ষিত জিডিপি প্রবৃদ্ধি, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বের হয়ে আসা, সরকারের অগ্রাধিকার প্রকল্পসমূহের সফল বাস্তবায়নসহ সকল অর্জনে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকারের নির্বাচনি ইশতেহারে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ বিনির্মাণের যে দূরদর্শী অঙ্গীকার রয়েছে তার সফল বাস্তবায়নেও সরকারি কর্মচারীগণ উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি। বর্তমান সরকারের এ উদ্যোগ শুধু প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ সাধনেই নয়, বরং দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার স্বচ্ছ ও নিরাপদ ব্যবহারের মাধ্যমে উদ্ভাবনী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সেবা প্রদান নিশ্চিত করবে।

‘জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস, ২০২৪’ উপলক্ষ্যে এ প্রকাশনাটি কেবল সরকারি কর্মচারীদের প্রশংসার ভাষ্য হিসেবে নয়, বরং আগামী প্রজন্মকে জনসেবায় গভীরভাবে আত্মনিয়োগ ও বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় অবদান রাখতে উৎসাহিত করবে। সর্বোপরি, ‘জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস’ ও ‘বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক, ২০২৪’ প্রদান অনুষ্ঠানের সফল বাস্তবায়নে যাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাজ করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা।

জয় বাংলা।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী

বৈশ্বিক সংকটের প্রেক্ষাপটে উদ্ভাবনী জনপ্রশাসন: বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত

মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী

বিশ্বায়নের এ যুগে রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতা শুধু অভ্যন্তরীণ বিষয় নয়, বৈশ্বিক সংকটও ব্যাপক প্রভাব ফেলে থাকে। করোনা মহামারি, যুদ্ধ-বিগ্রহ, জলবায়ু পরিবর্তন ও ভূ-রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মতো বৈশ্বিক সংকটের প্রভাব মোকাবিলা করতে হচ্ছে পৃথিবীর সব দেশকেই। বৈশ্বিক সংকটের ফলে সৃষ্ট সমস্যার স্বরূপ বহুমুখী; তাই এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকারি খাতকে অতীতের যে-কোনো সময়ের চেয়ে অধিক তৎপর হওয়ার কোনো বিকল্প নেই। এ বাস্তবতায় বৈশ্বিক বিপর্যয় মোকাবিলায় সরকারি খাতে উদ্ভাবনী চর্চা শুধু অব্যাহত রাখাই নয়, বরং উদ্ভাবনী উদ্যোগকে বেগবান করতে নেওয়া হচ্ছে নানামুখী উদ্যোগ। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়।

সরকারি খাতে উদ্ভাবন বলতে শুধু নিয়মিত ক্রমবর্ধমান উন্নতি বা পরিবর্তন নয়, বরং সময়ের চাহিদা বিবেচনায় প্রচলিত পদ্ধতি পুনর্বিবেচনা করে সম্পূর্ণ নতুন নীতি, প্রযুক্তি বা প্রক্রিয়া গ্রহণের মাধ্যমে উন্নততর জনসেবা প্রদান, সুশাসন নিশ্চিত করা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা বোঝায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের দুর্ভোগ, ফিলিস্তিনকেন্দ্রিক মধ্যপ্রাচ্য সংকট ইত্যাদি বাংলাদেশের জন্যও তৈরি করেছে নতুন সব চ্যালেঞ্জ। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে দেশের উন্নয়ন ও নিরাপত্তার প্রশ্নে স্বার্থ ও কৌশলের ভারসাম্য রক্ষায় বাংলাদেশ যে অভিনব উদ্যোগসমূহ গ্রহণ করেছে তা ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। একইভাবে করোনা মহামারির ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক মন্দাবস্থা মোকাবিলা ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সরকারি খাতে কার্যকর নীতি ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন বর্তমান সময়ের অন্যতম একটি চ্যালেঞ্জ, যা মানব সভ্যতার অস্তিত্বকে হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতির ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা প্রদান এবং জলবায়ু সহনশীল জীবিকার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে শুধু বৈদেশিক সহায়তার উপর নির্ভরশীল না থেকে উদ্ভাবনী পরিকল্পনা ও কৌশল প্রণয়ন ও তার সফল বাস্তবায়নের জন্য নেওয়া হয়েছে বহুমুখী উদ্যোগ। সর্বোপরি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, জনপ্রশাসন তথা সরকারি খাতে উদ্ভাবনী ও যুগোপযোগী সিদ্ধান্তের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের পথরেখা ধরে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। ফলে বৈশ্বিক সংকটের মধ্যেও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সমুন্নত রাখা ও মানুষের জীবন মানের উন্নতি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। ২০২৪ সালের পাবলিক সার্ভিস দিবসের প্রতিপাদ্য **‘বৈশ্বিক সংকটের আবহে জনসেবায় উদ্ভাবন চর্চা’** বিবেচনায় বাংলাদেশের জনপ্রশাসনের কিছু উদ্ভাবনী উদ্যোগ এবং এ ধারাকে ত্বরান্বিত করতে কিছু প্রস্তাব এ প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে।

বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ ও বাংলাদেশে তার প্রভাব

বিশিষ্ট অর্থনীতি গবেষক Gautam Chikermane তাঁর লেখা গবেষণা প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, “২০২৪ সালে বিশ্ব অর্থনীতির অবস্থাকে প্রভাবিত করবে একটি ক্রমবর্ধমান অস্থির বিশ্ব। অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য প্রয়োজন হবে সৃজনশীল নীতি এবং রাজনৈতিক অর্থনীতিকে এই নতুন অস্বাভাবিকতার সঙ্গে মানিয়ে নিয়েই এগিয়ে যেতে হবে।” সুতরাং, বোঝা যাচ্ছে কোনো দেশের অর্থনীতির উত্থান পতনে শুধু অভ্যন্তরীণ বিষয় নয়, বরং আন্তর্জাতিক বিষয়াবলির প্রভাবও হবে ব্যাপক। বর্তমানে বহুমুখী বৈশ্বিক সংকটের মধ্যে ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যাসমূহ অন্যতম, যা সারা বিশ্ব ও একইসাথে বাংলাদেশকে প্রভাবিত করছে।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, ফিলিস্তিনে ইসরাইলের হামলা, মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে প্রায় ১২ লাখ রোহিঙ্গার অনুপ্রবেশ, হুতি বিদ্রোহী গোষ্ঠীর লোহিতসাগরে পণ্যবাহী বাণিজ্য-জাহাজে আক্রমণ—এ সকল ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে দেশীয় অর্থনীতিতে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, হুতি বিদ্রোহী গোষ্ঠী লোহিতসাগরে বাণিজ্য-জাহাজে আক্রমণ করায় এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিবেশ প্রতিকূল হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষত, বাংলাদেশের রপ্তানিমুখী পোশাক খাত হুমকির মুখে পড়েছে। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে লোহিতসাগর ব্যবহার না করে বিকল্প পণ্য পরিবহণ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে দূরত্ব বিবেচনায় পণ্যের দামও বেড়ে যাচ্ছে। ফলে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত কোণঠাসা হয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশের প্রায় ১৩০ বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য হয় জলপথে। তাই রেড সি ক্রাইসিস আমাদের অর্থনীতির জন্য উদ্বেগের কারণ। একইসাথে বিভিন্ন পরাশক্তির ভূ-রাজনৈতিক ও ভূ-অর্থনৈতিক মতবিরোধ বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলছে। এই প্রেক্ষাপটে, প্রতিটি রাষ্ট্রকে তাদের অবস্থান, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে মূল্যায়ন ও পুনর্মূল্যায়ন করতে হচ্ছে।

বৈশ্বিক সংকট মোকাবিলায় জনপ্রশাসনের ভূমিকা

বৈশ্বিক বা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ যে-কোনো সংকট মোকাবিলায় জনপ্রশাসন অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। কারণ, চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সঠিক কৌশল বা নীতি প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ, বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ ও অংশীজনের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে সরকারি খাতের দূরদর্শিতার কোনো বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে এটা জরুরি নয় যে সরকার নিজেই পুরো কর্মযজ্ঞটি সম্পন্ন করবে, বরং সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তিমালিকানাধীন সংস্থাসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে সমন্বয় এখানে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। সাম্প্রতিককালে, স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহ বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন, করোনা মহামারি ও ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি-উদ্ভূত অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলায় দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা, বিশেষায়িত সংঘ, প্রযুক্তি আদানপ্রদান ও সক্ষমতা তৈরি, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব, অংশীদারিত্বের বহুমুখীকরণ ও সাংস্কৃতিক কূটনীতি ইত্যাদি অভিনব নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। ফলত ঝুঁকিপূর্ণ দেশসমূহে জলবায়ু ঝুঁকিহ্রাস ও অভিঘাত সহনশীলতা বৃদ্ধিকরণ এবং সম্মিলিত প্রয়াসে প্যারিস চুক্তিতে তাপমাত্রা বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ১.৫ ডিগ্রিতে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব হয়েছে। আন্তর্জাতিক সংস্থার সহযোগিতায় ভারতের তেলেঙ্গানায় স্থানীয়করণের মাধ্যমে এসডিজি'র স্থানীয় অভিলক্ষ্যের বাস্তবায়ন, রুয়ান্ডার ডিজিটাল রূপান্তরে নতুন আইনি পরিকাঠামো প্রণয়ন, গুয়েতেমালা, আইভরিকোস্ট, ভিয়েতনাম ও রুয়ান্ডায় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে করোনা ফ্রন্টলাইনার সেবাকর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্য কর আরোপ তথা অ্যালকোহল, তামাক ও চিনিযুক্ত পানীয়ে করারোপের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন, স্বাস্থ্যবিমার আওতা বৃদ্ধি ইত্যাদিও সংকট মোকাবিলায় গৃহীত অভিনব কার্যক্রমের কয়েকটি উদাহরণ। দক্ষিণ এশিয়ায় আফগানিস্তান, নেপাল, শ্রীলংকা ও পাকিস্তানে করোনাকালে মানবসম্পদ উন্নয়ন ও অর্থনীতির ওপর অনুমিত নেতিবাচক প্রভাব কাটাতে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে বিনিয়োগ, জীবিকা উন্নয়ন ও জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো বিনির্মাণের উপর গুরুত্বারোপ করেছে। এছাড়া, মালদ্বীপে ২০৩০ সালে টেকসই ‘নেট জিরো’ অর্জনে সৌরবিদ্যুৎ খাতে বিনিয়োগ, অর্থনৈতিক সুরক্ষায় মৎস্য খাতের টেকসই উন্নয়ন, ভারতের পাঞ্জাবে অর্থনৈতিক স্থিতিস্থাপকতা অর্জনে বেসরকারি অংশীদারিত্বসহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানকে ঋণ সুবিধার আওতায় আনয়ন ইত্যাদিও সংকট উত্তরণে এ অঞ্চলে গৃহীত কয়েকটি অভিনব পদক্ষেপ।

রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় বাংলাদেশ সরকার Refugee Relief and Repatriation Commission (RRRC) গঠন করেছে। এই কমিশন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সমন্বয়পূর্বক রোহিঙ্গাদের খাদ্য, বাসস্থান, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি তাদের প্রত্যাবাসন নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এই কমিশন গঠন সরকারের একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ যা রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। শুধু রোহিঙ্গা ইস্যুই নয়, করোনা মহামারি মোকাবিলা, জলবায়ুর বিরূপ প্রভাবের মধ্যেও অর্থনৈতিক স্থিতিস্থাপকতা অর্জন এবং সর্বোপরি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ভূ-রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক চাপ মোকাবিলায় সময়োপযোগী নীতি ও কৌশল প্রণয়ন, সঠিক খাতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে চুক্তি ও সমন্বয় এবং দেশ ও জনগণের স্বার্থে বলিষ্ঠ ও দূরদর্শী পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সরকার দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জনকল্যাণ নিশ্চিত করতে কাজ করে যাচ্ছে। বৈশ্বিক সংকটের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের কিছু উদ্ভাবনী উদ্যোগ নিম্নে বিধৃত হলো :

ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন ও ই-গভর্ন্যান্স

সংকটকালে বাংলাদেশ সরকারি সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে অসাধারণ উদ্ভাবনী সক্ষমতা প্রদর্শন করেছে। পরিবেশগত, সাংগঠনিক এবং অপরাপর যেসকল বিষয় উদ্ভাবনকে প্রভাবিত করে, সেসকল বিষয়কে মাথায় রেখে উদ্ভাবনী পরিবেশের উন্নয়ন সাধন করা হয়েছে। গত দশকের গোড়ার দিকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে একসেস টু ইনফরমেশন প্রোগ্রাম (a2i) এবং গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট (GIU) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে জনপ্রশাসন, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সুশাসনকে শক্তিশালী ও সুসংহত করার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতিগুলোর মধ্যে রয়েছে ই-নথির বাধ্যতামূলক বাস্তবায়ন; সরকারি কর্মচারীদের ডিজিটাল সক্ষমতা বৃদ্ধি করা; ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থাপনার আমূল পরিবর্তন সাধন ইত্যাদি।

করোনা মহামারি, কার্যকর মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য Government Employee Management System (GEMS)-এর বিকাশকে উদ্বুদ্ধ ও ত্বরান্বিত করেছে, যা সরকারি কর্মচারীদের জন্য একটি গতিশীল ডেটাবেজ তৈরি, স্মার্ট সংগঠন ব্যবস্থাপনা এবং সরকারি কর্মচারীদের দক্ষতা মূল্যায়নে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখবে। এর পাশাপাশি দূর-প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করতে ‘জনপ্রশাসন অনলাইন প্রশিক্ষণ নীতিমালা, ২০২১’ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

বৈশ্বিক আর্থিক মন্দার পরিপ্রেক্ষিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও আর্থিক ব্যাবস্থাপনাতেও নানাবিধ উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কিছু উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য অনলাইন ওয়ান-স্টপ পরিষেবা পোর্টাল চালু; ইন্টিগ্রেটেড বাজেট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম (iBAS); অটোমেটেড চালান ইত্যাদি। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ভ্যাট সংগ্রহের জন্য ইলেকট্রনিক ফিসকাল ডিভাইস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমসহ (EFDMS) বিভ